দৈনিক বাংলা

023

তারিখ ... 27.11.85 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 1 ... ...

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী সম্পর্কে সরকারী কমিটি

(স্টাফ রিপোর্টার)

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইবেরীতে উদ্ভূত প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও এর বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে দেখার জন্যে সরকারীভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। লাইব্রেরীর সমস্যা সমাধানের জন্যে নয়-সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি একটি সুপারিশমালাও প্রণয়ন করবেন।

কমিটি ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করেছে। এবং তাদের একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে সম্প্রতি বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের উপ-পরিচালক ও অন্যান্য কিছু কর্মচারীকে আত্মীকরণের পরই প্রশাসনিক অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। লাইব্রেরীতে এখন

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

সরকারী কমিটি

(১ম পৃঃ পর)

কার্যত চলছে দ্বৈত প্রশাসন। এর একদিকে রয়েছেন লাইব্রেরীয়ান ইন-চার্জ ও অন্যদিকে সদ্য নিযুক্ত উপ-পরিচালক। আজও লাইব্রেরীতে পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি বলেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

লাইব্রেরীয়ান ইন-চার্জ মনে করেন, তার কাছ থেকে কেউ দায়িত্ব লিখিতভাবে বুঝে না নেয়া পর্যন্ত তিনিই লাইব্রেরীর সর্বময় কর্তা। অন্যদিকে উপ-পরিচালক মনে করেন পদাধিকার বলে তিনিই লাইব্রেরীর সর্বময় কর্তা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই টানাটানির ফলে লাইব্রেরীর সুষ্ঠু পরিচালনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—কার্যত তৈরি হয়েছে দুটি গ্রুপ।

দেশের বৃহত্তম এই লাইব্রেরীটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ানকে এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। তারা আরো মনে করেন, লাইব্রেরীর প্রশাসন লাইব্রেরী বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তিদের হাতেই নিয়োগ করা উচিত—সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের হাতে নয়। অভিজ্ঞ মহল আরো বিশ্বাস করেন যে লাইব্রেরী প্রশাসন নন-লাইব্রেরীয়ানদের হাতে গেলে তার বিকাশ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তারা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা চলছে তার অবসান কামনা করে বলেছেন যে তা না হলে লাইব্রেরীটির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দেশের অন্যান্য লাইব্রেরীর সার্বিক উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীকেই পরিদফতর হিসেবে গড়ে তোলার জন্যেও অভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন। লাইব্রেরী প্রশাসনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দু-ধরনের পদবী বিন্যাস রয়েছে তা বিলুপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গত ৩০শে নবেম্বর দৈনিক বাংলায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।